

# কারক ও বিভক্তি

কারক শব্দটির অর্থ → যা ক্রিয়া সম্পাদন করে।

বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নাম পদের যে সম্পর্ক, তাকে → কারক বলে।

✱ কারক ছয় প্রকার :

১। কর্তৃকারক, ২। কর্মকারক, ৩। করণকারক, ৪। সম্প্রদানকারক, ৫। অপাদানকারক, ৬। অধিকরণকারক।

✱ বিভক্তি: বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের অর্থ সাধনের জন্য শব্দের সঙ্গে যে সকল বর্ণ যুক্ত হয়, তাদের বিভক্তি বলে।

যেমন-ছাদে বসে মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।

✱ বিভক্তি- দুই প্রকার। যথা:- নাম বা শব্দ বিভক্তি ও ক্রিয়া বিভক্তি।

✱ বাংলা শব্দ-বিভক্তি সাতটি - প্রথম বা শূন্য, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী।

বাংলা কারকে ব্যবহৃত বিভক্তি চিহ্নগুলো নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণীভুক্ত করা যায়-

শূন্য বা প্রথম → ০, অ রা, এরা, গুলো, গণ

দ্বিতীয়া → কে, রে (এরে) দিগে, দিগকে, দিগেরে

তৃতীয়া → দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক দিগের দিয়া, দেব দিয়া, দিগকে দ্বারা, গুলির দ্বারা, গুলিকে দিয়া, গুলি কর্তৃক।

চতুর্থী → কে, রে দিগকে, দিগেরে

পঞ্চমী → হইতে, থেকে, চেয়ে, হতে, দিগ হইতে, দেব হইতে, দিগের চেয়ে ইত্যাদি।

ষষ্ঠী → র, এর দিগের, দেব

সপ্তমী → এ, য, তে দিগে, দিগেতে, গণে ইত্যাদি।

## ✱ কর্তৃকারক:

বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তা ক্রিয়ার কর্তা বা কর্তৃকারক।

ক্রিয়ার সঙ্গে ‘কে’ বা ‘কারা’ যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই-কর্তৃকারক।

যেমন-খোকা বই পড়ে। (কে পড়ে? খোকা- কর্তৃকারক)। মেয়েরা ফুল তোলে। (কারা তোলে ? মেয়েরা- কর্তৃকারক)।

প্রথমা বা শূণ্য বা অ বিভক্তি → রহিম ভাত খায়।

দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি → আসাদ কে যেতে হবে।

তৃতীয়া বা দ্বারা বিভক্তি → লাঙ্গল দ্বারা চাষ করা হয়।

ষষ্ঠী বিভক্তি বা র বিভক্তি → আমার যাওয়া হয়নি।

সপ্তমী বিভক্তি বা এ বিভক্তি → পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়।

য়-বিভক্তি → ঘোড়ায় গাড়ি টানে।

তে-বিভক্তি → গরুতে দুধ দেয়।

## ✱ কর্মকারকঃ-

যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে কর্মকারক বলে।

কর্মকারক দুই প্রকার।

১.মুখ্য কর্ম,

২.গৌণ কর্ম।

যেমন-বাবা আমাকে (গৌণ কর্ম) একটি কলম (মুখ্য কর্ম) কিনে দিয়েছেন।

সাধারণত মুখ্য কর্ম বস্তুবাচক ও গৌণ কর্ম প্রাণিবাচক হয়ে থাকে। এ ছাড়াও সাধারণত কর্মকারকের গৌণ কর্মে বিভক্তি যুক্ত হয়, মুখ্য কর্মে হয় না।

প্রথমা বা শূণ্য বা অ বিভক্তি → ডাক্তার ডাক

দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি → তাকে ডাক

রে বিভক্তি → আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা।

ষষ্ঠী বিভক্তি → তোমার দেখা পেলাম না।

সপ্তমী এ বিভক্তি → ‘জিজ্ঞাসিবে জনে জনে’

## ✽ করণ কারক:

‘করণ’ শব্দটির অর্থ: যন্ত্র, সহায়ক বা উপায়। ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র, উপকরণ বা সহায়ককেই করণ কারক বলা হয়।

বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে ‘কীসের দ্বারা’ বা ‘কী উপায়ে’ প্রশ্ন করলে যে উত্তরটি পাওয়া যায়, তা-ই করণ কারক।

যেমন- নীরা কলম দিয়ে লিখে। (উপকরণ-কলম)

‘জগতে কীর্তিমান হয় সাধনায়।’ (উপায়-সাধনা)

প্রথমা বা শূণ্য বা অ বিভক্তি → ছাত্ররা বল খেলে

তৃতীয়া বা দ্বারা বিভক্তি → লাঙ্গল দ্বারা জমি চাষ করা হয়

দিয়া বিভক্তি → মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন

সপ্তমী বিভক্তি বা এ বিভক্তি → শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়।

তে বিভক্তি → লোকটা জাতিতে বৈষ্ণব।

য় বিভক্তি → চেষ্টায় সব হয়।

## নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কারক ও বিভক্তির উদাহরণ দেওয়া হলো:-

পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।.....কর্তায় শূন্য, কর্মে শূন্য।

রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।.....কর্তায় শূন্য।

শ্রদ্ধাবান লভে জ্ঞান অন্যে কভু নয় .....কর্তায় ৭মী।

রহিমকে ঢাকা যাইতে হইবে.....কর্তায় ২য়া।

তাহা দ্বারা একাজ হবে না .....কর্তায় ৩য়া।

দশে মিলে করি কাজ .....কর্তায় ৭মী।

গরুতে গাড়ি টানে .....কর্তায় ৭মী।

আমাকে কোরআন পড়িতে হইবে .....কর্তায় ২রা।

আমার কোরান পড়া হইয়াছে.....কর্তায় ৬ষ্ঠী।

গরুতে গরুতে লড়াই করিতেছে .....কর্তায় ৭মী।

তোমার যাইতে হইবে.....কর্তায় ৬ষ্ঠী।

সকলকে মরিতে হইবে .....কর্তায় ২য়া।

ইহা তোমার বিবেচ্য.....কর্তায় ৬ষ্ঠী।

পাছে লোকে কিছু বলে.....কর্তায় ৭মী।

বাঘ মানুষ মারে .....কর্তায় শূন্য; কর্মে শূন্য।

মুখে কী না বলে.....কর্তায় ৭মী।

বাঘে মানুষ মারে.....কর্তায় ৭মী।

মানুষে ভাবে এক, হয় আর এক .....কর্তায় ৭মী।  
পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায় .....কর্তায় ৭মী।  
বাঘে-গরুতে এক ঘাটে পানি খায় .....কর্তায় ৭মী।  
তাহারা পাঁচজনে যাইবে.....কর্তায় ৭মী।  
এক ক্রোশ ঘুরিয়া তবে বাড়ি পৌঁছলাম .....কর্মে শূন্য।  
চোরে চুরি করে .....কর্তায় ৭মী।  
লোকে নিন্দে করে .....কর্তায় ৭মী।  
স্রোতে নৌকাটি উলটাইয়া দিল.....কর্তায় ৭মী।  
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কিসে .....কর্তায় ৭মী।  
ঘোড়ায় গাড়ি টানে .....কর্তায় ৭মী।  
চন্ডীদাসে কয়, শূন পরিচয় .....কর্তায় ৭মী।  
গোরুতে দুধ দেয় .....কর্তায় ৭মী।  
আমার পিপাসা লেগেছে.....কর্তায় ৬ষ্ঠী।  
'চুপ কর, পিপড়েরা কি বলছে শুনি।'.....কর্তায় শূন্য।  
ইহা করিমের বিবেচ্য নহে.....কর্তায় ৬ষ্ঠী।  
সূর্য উঠিলে রাত্রির অন্ধকার দূর হয়.....কর্তায় শূন্য।  
দারা নামে পারস্যের এক রাজা ছিলেন .....কর্তায় শূন্য।  
করিমের না গেলে নয় .....কর্তায় ৬ষ্ঠী।  
সর্বাপ দংশিল মোর নাগ-নাগবালা .....কর্তায় শূন্য।  
ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মালী তরুবরে ? কর্মে ৭মী।  
বিহঙ্গে ললিত গীতি শিখায়েছে ভালবাসি.....কর্মে ৭মী।  
আমার ভাত খাওয়া হইল না।.....কর্মে শূন্য।  
সর্বাপে ব্যথা, ওষুধ দিব কোথা ? .....কর্মে শূন্য।  
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে। ..... কর্মে শূন্য;অধিকরণে ৭মী।  
রাক্ষসে বধিবে ভীম তোমার প্রসাদে.....কর্মে ৭মী করণে ৭মী।  
গৃহীনে গৃহ, দিলে আমি থাকি ঘরে .....কর্মে ৭মী।  
মীরা বাগানে ফুল তুলিতেছে .....কর্মে শূন্য।  
বইখানা ধরো .....কর্মে শূন্য।  
পাহাড় নড়ায় সাধ্য কার ? .....কর্মে শূন্য।  
আমি কখনও ঢাকা দেখি নাই.....কর্মে শূন্য।  
তোমায় দেখলেও পাপ.....কর্মে ৭মী।

সোনা গলাইয়া গহনা করা হয়.....কর্মে শূন্য।  
গীর্জায় গিয়া যীশু ভজে সে .....কর্মে শূন্য।  
মা শিশুকে চাঁদ দেখাইল .....কর্মে শূন্য।  
কি সাহসে এমন কথা করিতেছে .....কর্মে ৭মী।  
সে সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছে.....কর্মে শূন্য।  
তাহার দেখা পাওয়া দুষ্কর.....কর্মে ৬ষ্ঠী।  
অর্থ অনর্থ ঘটায়.....কর্মে শূন্য।  
চোরাবাজারী দমন করিবে কে .....কর্মে শূন্য।  
জিজ্ঞাসিব জনে জনে.....কর্মে ৭মী।  
কেন বঞ্চিত হব ভোজনে .....কর্মে ৭মী।  
ডাক্তারকে ডাক .....কর্মে ২য়া।  
তুমি কি চাও.....কর্মে শূন্য।  
ধৈর্য ধর, বাঁধ বুক .....কর্মে শূন্য।  
কোথা সে ছায়া সখি কোথা সে জল.....কর্মে শূন্য।  
চোর ধৃত হইয়াছে.....কর্মে শূন্য।  
চাহিনা করিতে বাদ-প্রতিবাদ .....কর্মে শূন্য।  
সে তিনদিন পথ চলিল .....কর্মে শূন্য।  
সারারাত জাগিয়া কাটাইয়াছি .....কর্মে শূন্য।  
ডাক্তার ডাকো .....কর্মে শূন্য।  
রাখাল গরু চরায় .....কর্মে শূন্য।  
বৃথা গঞ্জ দশাননে .....কর্মে ৭মী।  
সে তুর্কি নাচন নাচিল.....কর্মে শূন্য।  
সমিতিতে চাঁদা দাও.....সম্প্রদানে ৭মী, কর্মে শূন্য।  
সে খুব ঠকান ঠকাইয়াছে .....কর্মে শূন্য।  
মশা মেরে হাত কালো করো না.....কর্মে শূন্য।  
আমি কখনো গঙ্গা দেখি নাই .....কর্মে শূন্য।  
এমন চোরের মত বাঁচা বাঁচিতে চাইনা .....কর্মে শূন্য।  
এ বয়সে ঢের দেখা দেখেছি.....কর্মে শূন্য।  
ওই ফুলটি তুলিও না .....কর্মে শূন্য।  
এমন অদ্ভুত জন্তু কেহ কখনও দেখে নাই .....কর্মে শূন্য।  
যাদুকর একটি আলুকে ডিম বানাইল.....কর্মে ২য়া, কর্মে শূন্য।

তাহার এক সপ্তাহ জ্বর হইয়াছে .....কর্মে শূন্য।  
পাপীকে ধিক .....কর্মে ২য়া।  
আমি তোমা বিনা আর কাহাকেও জানি না.....কর্মে শূন্য।  
এমন মেয়ে তো দেখি নাই .....কর্মে শূন্য।  
বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করো.....কর্মে শূন্য।  
সে বছর ফাঁকা পেনু কিছু টাকা .....কর্মে শূন্য।  
গুরুজনে কর নতি.....কর্মে ৭মী।  
তাস খেলে পড়া নষ্ট করো না।.....করণে শূন্য, কর্মে শূন্য।  
আমার সোনার ধানে গিয়াছে ভরি.....করণে ৭মী।  
তাস খেলে পড়া নষ্ট কত ছেলে করে.....করণে শূন্য, কর্মে শূন্য।  
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে.... ব্যাঙার্থে শূন্য; করণে ৭মী।  
আমরা কানে শুনি .....করণে ৭মী।  
আলোয় আঁধার কাটিয়া যায়.....করণে ৭মী।  
সোজা পথে চলো না কেন ?.....করণে ৭মী।  
টাকায় বাঘের দুধ মিলে .....করণে ৭মী।  
ব্যায়ামে শরীর ভাল থাকে.....করণে ৭মী।  
শিকারী বিড়াল গোঁফে চেনা যায়.....করণে ৭মী।  
কালির দাগ সহজে উঠে না.....করণে ৬ষ্ঠী।  
নৌকাতে নদী পার হওয়া যায় .....করণে ৭মী।  
শরতে ধরাতল শিশিরে বলমল .....করণে ৭মী।  
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন .....করণে ৭মী।  
ইট-পাথরের বাড়ি বড় শক্ত.....করণে ৬ষ্ঠ।  
এ কাজ আপনি নিজ হাতে করুন .....করণে ৭মী।  
প্রাণপণে চেষ্টা কর .....করণে ৭মী।  
এ কলমে ভাল লেখা হয় না .....করণে ৭মী।  
হাতে না মারিয়া ভাতে মারিব .....করণে ৭মী।  
কলমের খোঁচা দিও না .....করণে ৬ষ্ঠী।  
জ্যোৎস্নাতে আলোকিত এই রাত্রি.....করণে ৭মী।  
সে চাকর দ্বারা রান্না করায়.....করণে ৩য়া।  
হাতের তৈয়ারী জিনিস আমার প্রিয়.....করণে ৬ষ্ঠী।  
তাহারা পাশা খেলিতেছে .....করণে শূন্য।

জ্ঞানে বিমল আনন্দ লাভ হয়.....করণে ৭মী।  
বিপদে সে উতলা হইয়াছে .....করণে ৭মী।  
পুত্র হতে পিতৃসুখ আর হবে না .....করণে ৫মী।  
জাহাজে সাগর পার হওয়া যায় .....করণে ৭মী।  
হট্টমালার দেশে, তারা গাই-বলদে চষে.....করণে ৭মী  
শিক্ষক ছেলেটিকে বেত মারিলেন.....করণে শূন্য।  
লাঠির আঘাতে মাথা ভাঙ্গিয়া দিল.....করণে ৭মী।  
অন্ধজনে দেহ আলো .....সম্প্রদানে ৭মী।  
বাস্পে কল চালানো হয় .....করণে ৭মী।  
সময়ে সবই হয় .....করণে ৭মী।  
তোমার মহিমা যেন জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা.....করণে ৭মী।  
আকাশ মেঘে ঢাকা .....করণে ৭মী।  
তোমার দুঃখে শিয়াল কুকুর কাঁদিবে .....করণে ৭মী।  
ব্যাপারটি তিন দিনে মিটিয়া গেল .....করণে ৭মী।  
দুই দণ্ডে চলে যায় দু'দিনের পথ .....করণে ৭মী।  
দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে করণে ৭মী।  
ব্যবহারেই ইতর-ভদ্র চেনা যায় .....করণে ৭মী।  
সে চোখে-মুখে কথা বলে.....করণে ৭মী।  
মাংস আগুনে সিদ্ধ কর.....করণে ৭মী।  
সে কানে শোনে না .....করণে ৭মী।  
সে পীড়ায় দুর্বল হয়ে পড়েছে.....করণে ৭মী।  
পাখিকে তীর মারো .....করণে শূন্য।  
মদে তাহার সর্বনাশ হইয়াছে.....করণে ৭মী।  
শ্রম বিনা ধনলাভ হয় না .....করণে শূন্য।  
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ.....করণে শূন্য।  
আগুনে সেক দাও.....করণে ৭মী।  
জটাতে তাপস চিনি.....করণে ৭মী।  
ধর্মের কল বাতাসে নড়ে .....করণে ৭মী।  
একদা প্রভাতে ভানুর 'প্রভাতে' ফুটিলে কমলগুলি....করণে ৭মী।  
এ যে লেজে খেলায় .....করণে ৭মী।

## ✽ সম্প্রদান কারক:

যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে দান, অর্চনা, সাহায্য ইত্যাদি করা হয়, তাকে (সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী) সম্প্রদান কারক বলে।  
যেমন- ভিখারীকে ভিক্ষা দাও। (স্বত্ব ত্যাগ করে না দিলে কর্মকারক হবে। যেমন-ধোপাকে কাপড় দাও)  
অন্ধজনে দেহ ভাল।

## ✽ অপাদান কারক:

যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয়, তাকেই অপাদান কারক বলে।

যেমন-

বিচ্যুত → গাছ থেকে পাতা পড়ে।      মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে।

গৃহীত → শক্তি থেকে মুক্তো মেলে।      দুধ থেকে দই হয়।

জাত → জমি থেকে ফসল পাই।      খেজুর রসে গুড় হয়।

বিরত → পাপে বিরত হও।

দূরীভূত → দেশ থেকে পঙ্গপাল চলে গেছে।

রক্ষিত → বিপদ থেকে বাঁচাও।

আরম্ভ → সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু।

ভীত → বাঘকে ভয় পায় না কে ?

## ✽ অধিকরণ কারক:

ক্রিয়া সম্পাদনের কাল (সময়) এবং আধার (স্থান) কে অধিকরণ কারক বলে। অধিকরণ কারকে সপ্তমী অর্থাৎ ‘এ’ ‘য়’ ‘তে’ ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়।

যথাঃ-

আধার (স্থান) → আমরা রোজ স্কুলে যাই। এ বাড়িতে কেউ নেই।

কাল (সময়) প্রভাতে সূর্য ওঠে।

অধিকরণ তিন প্রকার:

১. কাল্যধিকরণ,
২. আধার্যধিকরণ,
৩. ভাব্যধিকরণ।



## ✽ আধারাদিকরণ তিন ভাগে বিভক্তঃ

১. ঐকদেশিক
২. অভিব্যাপক এবং
৩. বৈষয়িক।

### ঐকদেশিক:

বিরাত স্থানের যে কোনো অংশে ক্রিয়া সংঘটিত হলে তাকে ঐকদেশিক আধারাদিকরণ বলে।

যেমন: পুকুরে মাছ আছে। বনে বাঘ আছে।

### অভিব্যাপক:

উদ্দিষ্ট বস্তু যদি সমগ্র আধার ব্যাপ্ত করে বিরাজমান থাকে, তবে তাকে অভিব্যাপক আধারাদিকরণ বলে।

যেমন- নদীতে পানি আছে। (নদীর সমস্ত অংশ ব্যাপ্ত করে)

### বৈষয়িক:

বিষয় বিশেষে বা কোনো বিশেষ গুণে কারও কোনো দক্ষতা বা ক্ষমতা থাকলে সেখানে বৈষয়িক অধিকরণ হয়।

যেমন-রকিব অঙ্কে কাঁচা, কিন্তু ব্যাকরণে ভাল।

## নিম্নে গুরুত্বপূর্ণকারক ও বিভক্তির উদাহরণ দেওয়া হলোঃ-

- সৈন্যদল যুদ্ধে যাইতেছে..... সম্প্রদানে ৭মী।  
দরিদ্র ধনীকে ঈর্ষা করে..... সম্প্রদানে ৪র্থী।  
প্রিয়জনের যাহা দিতে পাই, তাই দিই দেবতারে.....; সম্প্রদানে ৪র্থী।  
তোমায় কেন দেইনি আমার সকল শূন্য করে..... সম্প্রদানে ৭মী।  
সকল কর্মফল ভগবানে অর্পণ কর..... সম্প্রদানে ৭মী।  
পূজিয়ে দেবতাগণে..... সম্প্রদানে ৭মী।  
তারা তীর্থে যাত্রা করল ..... সম্প্রদানে ৭মী।  
মৃতজনে দেহ প্রাণ ..... সম্প্রদানে ৭মী।  
আমায় একখানা বস্ত্র দাও ..... সম্প্রদানে ৭মী।  
চিররোগী কি আশায় বাঁচে..... সম্প্রদানে ৭মী।  
গত বিষয়ের জন্য শোক করিও না ..... সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী।  
সৎপাত্রে কন্যাদান করিও..... সম্প্রদানে ৭মী।

সর্বশিষ্যে জ্ঞান দেন গুরুমহাশয় ..... সম্প্রদানে ৭মী।  
না মরে পাষণ বাপ দিলা হেন বরে..... সম্প্রদানে ৭মী।  
অন্ধজনে দয়া কর ..... সম্প্রদানে ৭মী।  
সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু ..... সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী।  
শুধু বৈকুণ্ঠের তরে নহে বৈষ্ণবের গান..... সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী।  
সুখের চেয়ে শান্তি ভাল..... অপাদানে ৫মী।  
সর্বভূতে ধন দাও..... সম্প্রদানে ৭মী।  
প্রভাতে উঠিল রবি লোহিত বরণ..... অধিকরণে ৭মী।  
উর্মি কখন ঢাকা ছাড়ে..... অপাদানে শূন্য।  
সাগরে মুক্তা মিলে..... অপাদানে ৭মী।  
বাঘের ভয়ে রাতে ঘর থেকে বের হওয়া যায় না ..... অপাদানে ৬ষ্ঠী।  
এ মেঘে বৃষ্টি হয় না ..... অপাদানে ৭মী।  
লোকমুখে শুনা যায় ..... অপাদানে ৭মী।  
মেঘে বৃষ্টি হয়..... অপাদানে ৭মী।  
চোরের ভয়ে ঘুম আসে না..... অপাদানে ৬ষ্ঠী।  
পড়ায় বিরত হয়ো না ..... অপাদানে ৭মী।  
এই গ্রামে সাপের ভয় দেখা দিয়াছে..... অপাদানে ৬ষ্ঠী।  
পাপে বিরত হও ..... অপাদানে ৭মী।  
আমার বাড়ি থেকে আজানের ধ্বনি শোনা যায় ..... অপাদানে ৫মী।  
মীনার চেয়ে নীলা বড় ..... অপাদানে ৫মী।  
পরীক্ষা আসিলে তাই চোখে জল ঝরে..... অপাদানে ৭মী।  
বিপদে মোরে রক্ষা করো ..... অপাদানে ৭মী।  
কত ধানে কত চাল, সে আমি জানি..... অপাদানে ৭মী।  
সারা দুপুর দোকান পালিয়ে কোথা ছিল ..... অপাদানে শূন্য।  
সব বিনুকে মুক্তা মিলেনা ..... অপাদানে ৭মী।  
যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয় ..... অপাদানে ৬ষ্ঠী।  
তোমার চেয়ে বড় বন্ধু আমার নাই ..... অপাদানে ৫মী।  
চোরের মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে..... অপাদানে ৩য়া।  
সরিষা হইতে তৈল হয় ..... অপাদানে ৫মী।  
তিলে তৈল হয়..... অপাদানে ৭মী।  
ধর্ম হইতে বিচলিত হইও না..... অপাদানে ৫মী।

জলে বাষ্প হয়.....অপাদানে ৭মী।  
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু .....অপাদানে ৭মী করণে ৭মী।  
হামিদ ওদের বাড়ি খেয়ে এসেছে .....অপাদানে শূন্য।  
আমাদের ছাদে পানি পড়ে.....অপাদানে ৭মী।  
পরের মুখে শেখা বুলি.....অপাদানে ৭মী।  
দুধে ছানা হয় .....অপাদানে ৭মী।  
বড় দুঃখে আপনার শরণ লইয়াছি .....অপাদানে ৭মী।  
পাপী পশুর অধম .....অপাদানে ৬ষ্ঠী।  
পাপ হইতে পুণ্য পৃথক.....অপাদানে ৫মী।  
আমি কি ডরাই কভু ভিখারী রাখবে .....অপাদানে ৭মী।  
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল। .....অধিকরণে ৭মী।  
দেবতার ধন কে যায় ফিরায়ে লয়ে এই বেলা শোন.....সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী; অধিকরণে শূন্য।  
অঙ্গে আঁচল সুনীল বরণ, রুনুঝু রবে-.....অধিকরণে ৭মী কর্তায় শূন্য  
সন্ন্যাসী গায়ে লাগিতে চরণ থামিল.....অধিকরণে ৭মী, কর্তায় শূন্য  
একদিন পাপের ফল ফলিবে.....অধিকরণে শূন্য।  
প্রাসাদ হইতে তাকে ডাকিলাম .....অধিকরণে ৫মী।  
আমি শনিবার ঢাকা যাবো.....অধিকরণে শূন্য।  
ছায়ায় বস.....অধিকরণে ৭মী।  
প্রাতঃকালে ভ্রমণ করিবে.....অধিকরণে ৭মী।  
শুক্রবার স্কুল বন্ধ থাকে .....অধিকরণে শূন্য।  
আজকে আমার যাওয়া হবে না .....অধিকরণে ২য়া।  
জাহাজ হইতে দেখিলাম.....অধিকরণে ৫মী।  
লঙি এ সিঙ্কুর প্রলয়ের নৃত্যে .....অধিকরণে ৬ষ্ঠী, কর্মে ৭মী।  
নদীতে এখন জোয়ার আসিবে.....অধিকরণে ৭মী।  
কলসীটা কানায় কানায় ভরিয়া গিয়াছে.....অধিকরণে ৭মী।  
ফলে না সকল বৃক্ষে সমধুর ফল.....অধিকরণে ৭মী।  
অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ .....অধিকরণে ৭মী।  
বিদ্যালাভে যত্ন কর .....অধিকরণে ৭মী।  
ঘরেতে ভ্রমর এল গুনুগুনিয়ে.....অধিকরণে ৭মী।  
রাতে তারা দেখা যায় .....অধিকরণে ৭মী।  
বসন্তে নানা রকমের ফুল ফোটে.....অধিকরণে ৭মী।

সে বাড়ি নাই .....অধিকরণে শূন্য।  
তুমি কি ময়মনসিংহ যাইবে .....অধিকরণে শূন্য।  
গুভারা পথিকের মাথায় লাঠি মারিয়াছে .....অধিকরণে ৭মী।  
একা যাব বর্ধমান করিয়া যতন .....অধিকরণে শূন্য।  
এ বৎসর বড়ই বিপদ..... অধিকরণে শূন্য।  
ঘরকে যাও ..... অধিকরণে ২য়া।  
বইটি ঘরেই আছে..... অধিকরণে ৭মী।  
জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ..... অধিকরণে শূন্য।  
একদিন যাবো ..... অধিকরণে শূন্য।  
দরজায় হাতি বাঁধা আছে ..... অধিকরণে ৭মী।  
বাদুড় দিনে ঘুমায়..... অধিকরণে শূন্য।  
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির..... অধিকরণে ৭মী।  
এ বৎসর ভাল ফসল জন্মিয়াছে ..... অধিকরণে শূন্য।  
ছেলেরা ছাদ থেকে ঘুড়ি উড়াচ্ছে..... অধিকরণে ৫মী।  
বইখানি ঘরেই ছিল ..... অধিকরণে ৭মী।  
সমুদ্রে লবণ আছে..... অধিকরণে ৭মী।  
সরোবরে পদ্ম জন্মে ..... অধিকরণে ৭মী।  
তিন রাত তার ঘুম হয়নি ..... অধিকরণে শূন্য।  
সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূর হইল ..... অধিকরণে ৭মী।  
এ সময় তার দেখা মেলা ভার..... অধিকরণে শূন্য।  
ভোর সূর্য ওঠে..... অধিকরণে ৭মী।  
আজ হবে না কাল এসো ..... অধিকরণে শূন্য।  
রবিবার স্কুল বন্ধ থাকে না ..... অধিকরণে শূন্য।  
বাড়ি যাও..... অধিকরণে শূন্য।